কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৪ মে, ২০১৮ ২৩:২৪

বরিশালে মাদরাসা শিক্ষকের মাথায় মল ঢেলে লাঞ্ছনা

বরিশালে মাদরাসা শিক্ষকের মাথায় মল ঢেলে লাঞ্ছনা

বরিশালের বাকেরগঞ্জে কাঁঠালিয়া ইসলামিয়া দারুচ্ছুন্নাৎ দাখিল মাদরাসার জমি দখলে বাধা দেওয়ায় এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্থান না পাওয়ার জেরে প্রকাশ্যে ওই মাদরাসার সুপারের (প্রধান শিক্ষক) মাথায় মানুষের মল ঢেলে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। গত শুক্রবার সকালে এ বর্বর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার ধারণ করা ভিডিও রবিবার দুপুরে ফেসবুকে ছেড়ে দেয় লাঞ্ছনাকারীরা। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে দেশজুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় বইছে। রবিবার রাতে ভুক্তভোগী থানায় ১৪ জনের নামে মামলা দায়েরের পর গতকাল সোমবার বিকেল পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বেশির ভাগই জামায়াত-শিবিরের সমর্থক বলে জানা গেছে।

লাঞ্ছিত শিক্ষক মাওলানা আবু হানিফ কাঁঠালিয়া গ্রামের দারুল উলুম দিনিয়া আরাবিয়া কমপ্লেক্স ও এতিমখানা পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি একটি মসজিদের ইমাম। লাঞ্ছনাকারীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত বিচার দাবিতে আগামীকাল বুধবার মানববন্ধনের ডাক দিয়েছে স্থানীয় আলেমসমাজ।

গ্রেপ্তার তিনজন হলেন কাঁঠালিয়া গ্রামের মৃত মো. হাসেমের ছেলে জামায়াত সমর্থক মিনজু হাওলাদার (৪৫), রাজাপুর গ্রামের আবদুল মজিদ সরদারের ছেলে মো. মিরাজ হোসেন সোহাগ (২৮) এবং বাকেরগঞ্জ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নূর মোহাম্মদের ছেলে মো. বেল্লাল হোসেন (২৫)। বিকেলে মিনজু ও বেল্লালকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আর পুলিশ পাহারায় মিরাজের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মাওলানা আবু হানিফ ছারছীনা পীরের অনুসারী। তিনি উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের কাঁঠালিয়া ইসলামিয়া দারুচ্ছুন্নাৎ দাখিল মাদরাসা এবং কাঁঠালিয়া গ্রামে দারুল উলুম দিনিয়া আরাবিয়া কমপ্লেক্স ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসা দুটি স্থানীয় জামায়ত-শিবির সমর্থকরা দখলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু আবু হানিফের জন্য তারা পারছে না।

মাওলানা আবু হানিফ জানান, ২০১১ সালে মাদরাসার জন্য ক্রয় করা ৯ শতাংশ জমি দখল নিতে জামায়াতপন্থী কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে ২০১৪ সালে তিনি একটি মামলা করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা তাঁকে হেনস্তা করার পাঁয়তারা করে। এদিকে গত ২ ফেব্রুয়ারি কাঁঠালিয়া ইসলামিয়া দারুচ্ছুন্নাৎ দাখিল মাদরাসা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন স্থানীয় সংসদ সদস্য মনোনীত অ্যাডভোকেট এইচ এম মজিবুর রহমান। এ নির্বাচনে উপজেলা জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার মো. জাহাঙ্গীর আলম পরাজিত হন; তাঁকে সমর্থন দিয়েছিল জামায়াতপন্থীরা। এসব কারণে ক্ষিপ্ত জামায়াত-শিবিরের লোকজন বিভিন্ন সময় পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় নানা ধরনের হুমকি ও মাদরাসা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com